রমা পিকচার্সের নিবেদন
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নূপুর
পরিবেশনা • চিত্র পরিবেশক প্রাঃ লিঃ

রমা পিকচার্সের নিবেদন

নূপুর

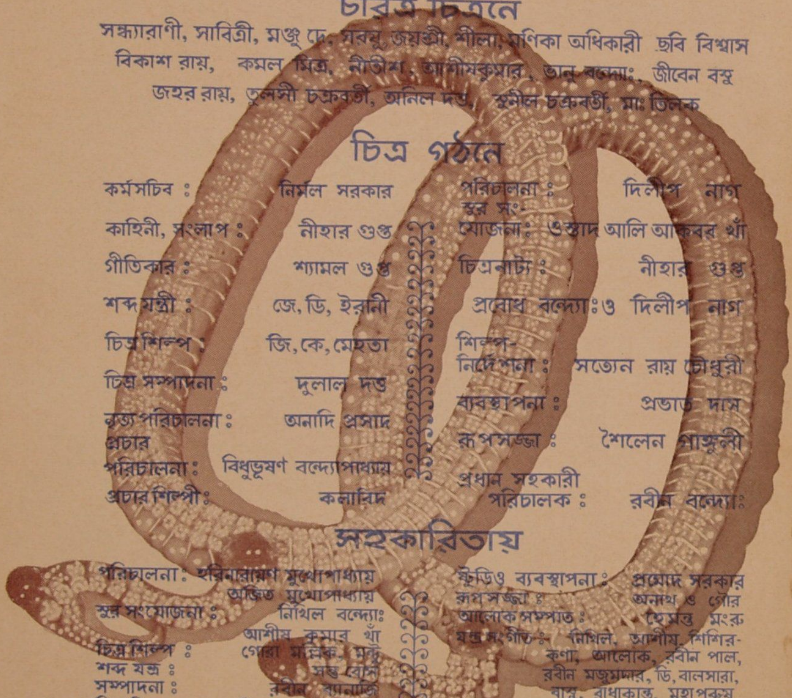

চরিত্র চিত্রনে

সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী, মঞ্জু দে, সরযূ, জয়শ্রী, শীলা, মণিকা অধিকারী ছবি বিশ্বাস
বিকাশ রায়, কমল মিত্র, নীতীশ, আশীষকুমার, ভানু বন্দ্যোঃ, জীবেন বসু
জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, অনিল দত্ত, সুনীল চক্রবর্তী, মাঃ তিলক

চিত্র গঠনে

কর্মসচিব : নির্মল সরকার
কাহিনী, সংলাপ : নীহার গুপ্ত
গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত
শব্দযন্ত্রী : জে, ডি, ইরানী
চিত্রশিল্প : জি, কে, মেহতা
চিত্র সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
নৃত্য পরিচালনা : অনাদি প্রসাদ
প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচার শিল্পী : কলাবিদ

পরিচালনা : দিলীপ নাগ
সুর সংযোজনা : ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ
চিত্রনাট্য : নীহার গুপ্ত
প্রবোধ বন্দ্যোঃ ও দিলীপ নাগ
শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
প্রধান সহকারী পরিচালক : রবীন বন্দ্যোঃ

সহকারিতায়

পরিচালনা : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অজিত মুখোপাধ্যায়
সুর সংযোজনা : নিখিল বন্দ্যোঃ, আশীষ কুমার খাঁ
চিত্রশিল্প : গোরা মল্লিক, মন্টু
শব্দ যন্ত্র : সন্তু বোস
সম্পাদনা : রবীন ব্যানার্জি
স্থির চিত্র : কান্তিলাল (স্যাংগ্রিলা), সত্য সান্যাল
ব্যবস্থাপনা : আশু, পঞ্চা, শান্তি
পট শিল্প : কবি দাশগুপ্ত
শিল্প নির্দেশনা : রবি বন্দ্যোঃ

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : প্রমোদ সরকার
রূপসজ্জা : অনাথ ও গৌর
আলোক সম্পাত : হেমন্ত মংরু
যন্ত্র সংগীত : নিখিল, আশীষ, শিশির-কণা, আলোক, রবীন পাল, রবীন মজুমদার, ডি, বালসারা, বাসু, রাধাকান্ত, মহাপুরুষ ও আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
নৃত্য পরিচালনা : বৈদ্যনাথ, হিমাংশু ও বঙ্কিম

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ
ও
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিতে প্রস্ফুটিত
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশনা : চিত্র পরিবেশক প্রাইভেট লিমিটেড

কাহিনী

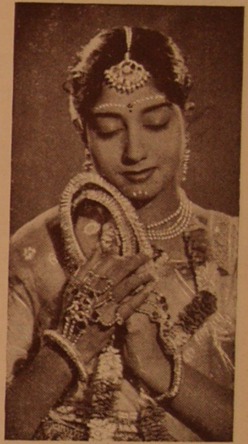

সুরশ্রীর প্রাণকেন্দ্র — নৃত্য-শিল্পী অঞ্জনা। দলপতি বটুকনাথের ভ্রাম্যমান দলের সংগে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান অঞ্জনা। বর্মা দেশে নাচ দেখাতে গিয়ে এক বর্মী পরিবারের সংগে তার পরিচয় ঘটে। তাদের ঘরে ছিল এক জোড়া মণিমুক্তা-খচিত অপরূপ সোনার নূপুর। নূপুরের মতই বিচিত্র তার ইতিহাস। ঐ পরিবারের এক নারী ছিল সর্বজনবন্দিতা নর্তকী। সে সব কিছু ত্যাগ করে একদা রাতারাতি গ্রহণ করে ভিক্ষুণীর জীবন। আমরণ সে ভগবান তথাগতের মন্দিরে গিয়ে ঐ সোনার নূপুর পায়ে নৃত্যারতির দ্বারা প্রণাম জানাতো দেবতার উদ্দেশ্যে। তারপর একদিন হ'ল তার মৃত্যু। লোকেও ভুলে গেল সেই নারীর কথা।

নর্তকী অঞ্জনার অনুরোধে বটুকনাথ কিনে নিয়েছিল সেই নূপুর জোড়া। বটুকনাথ-পরিকল্পিত 'নিবেদন নৃত্যে' নাচতে গিয়ে সহসা মঞ্চের উপর পা পিছলে পড়ে যায় অঞ্জনা। সারাজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেল নৃত্যসাধিকা অঞ্জনা। তার অন্তর দেবতা জানিয়ে দিল — যে নূপুরে হয়েছে দেবতার মন্দিরে পূজা-আরতি, সাধারণ মানুষের নৃত্যবিলাস চরিতার্থ করতে গিয়ে সে করেছে তার অপমান। তারই পরিণামে এই শাস্তি।

বেচারী অঞ্জনা। এই দুর্ঘটনার ফলে আজ তার সব সাধনাই ব্যর্থ হয়ে গেল। সবাই আজ তাকে ভুলতে বসেছে; কেবল ভোলেনি জয়ন্ত।

সুরশ্রীর সুরসাধক, তরুণ শিল্পী জয়ন্তই তার খোঁজ-খবর নেয়। সান্ত্বনা দেয়, উৎসাহ দেয় অঞ্জনাকে. . . .

এবার সুরশ্রীতে অঞ্জনার শূণ্যস্থান পূর্ণ করতে এলো নৃত্যপটিয়সী শ্রীমতী। ঐ নূপুর পায়ে নাচতে গিয়ে হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হয়ে সে বরণ করলো আকস্মিক মৃত্যু। এরপর এলো নর্তকী জিন্নৎমহল। নিবেদন-নৃত্যের মধ্যেই তারও মরণ ঘটলো দুর্ঘটনার ফলেই।

অঞ্জনা বলে, জানতাম এরকম হবেই। এ নূপুরের অভিশাপ। এ থেকে কারুর অব্যাহতি নেই।

তবে কী তার অঞ্জনাদি'র কথাই সত্যি? . . . ধোঁকা

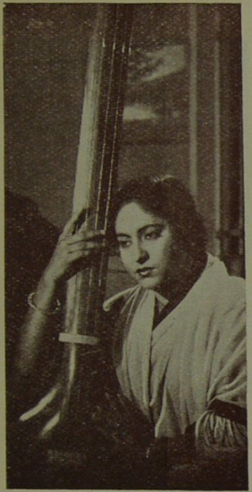

লাগে জয়ন্তর মনে।

নতুন কোন নৃত্যশিল্পীর অভাবে সুরশ্রী প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার দাখিল। এমন সময় পাওয়া গেল আর একটি শিল্পীকে। তরুণীটির নাম মীরা। চমৎকার সে নাচতে জানতো। মেয়েটি জয়ন্তর পরিচিত। নিতান্ত আর্থিক কারণেই বাপের মৃত্যুর পর, ছোট ভাইবোনের মুখ তাকিয়ে মীরা অবশেষে চাকুরী নিল সুরশ্রীতে। বটুকনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

জয়ন্ত নানাভাবে চেষ্টা করেছিল মীরাকে বাধা দিতে। কিন্তু মীরা রাজী হ'ল না। সে বললে: তাকে বাঁচতে হবে; বাঁচতে হবে তার ছোট ভাই-বোনকে . . .

জয়ন্ত ভালবেসেছিল মীরাকে। মীরাও সে ভালবাসার অমর্য্যাদা করে নি। কিন্তু তার কথা না শোনায় জয়ন্ত ভুল বুঝলো মীরাকে; এই চাকুরী নেওয়ার অনুকূলে শুধু তার যুক্তিটুকু বুঝলো না। কিন্তু পঙ্গু অঞ্জনার কাছে সত্য গোপন রইল না। মীরা এককালে তারই ছাত্রী ছিল।

মীরাকে নিয়ে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নাচের মহলা সুরু করে দিল বটুকনাথ। সুরশ্রীর নষ্টশ্রী ফিরিয়ে আনবার এইত সুযোগ।

এই অভিশপ্ত নূপুরের হাত থেকে বাঁচাতে হবে জয়ন্ত-মীরাকে। সার্থক করে তুলতে হবে তাদের ভালবাসাকে। অঞ্জনার চেষ্টার ত্রুটি নেই। এই অসাধ্য সাধন সে করবেই অলক্ষ্যে থেকে। অঞ্জনা কৌশলে কার্য উদ্ধার করলো। মীরার নৃত্যে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করবে?

এলো সৌমেন চৌধুরী . . . বটুকের বাল্যবন্ধু। উচ্ছৃঙ্খল ধনীর সন্তান। আজীবন সুর, সুরা ও নারীতে আজ সে প্রায় সর্বস্বান্ত। সুরশ্রীতে বটুকের কাছে এসে সহসা সে দেখা পেলো যৌবনশ্রী মণ্ডিতা নর্তকী মীরাকে। মুগ্ধ হ'ল সৌমেন চৌধুরী। মীরাকে তার ভবনে যাবার প্রস্তাব ঘৃণার সংগে প্রত্যাখান করলো বটুকনাথ। কিন্তু জাত্ কেউটের বাচ্চা সৌমেন চৌধুরী। অবাধ ভোগ-বিলাসের রক্তস্রোতে উষ্ণ তার ধমণী। ব্যর্থ আক্রোশ নিয়ে বিদায় হ'ল সৌমেন।

খ্যাতি ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মীরার জীবনে ঘটলো নানা পরিবর্তন। পূর্বের ছোট বাসা ছেড়ে, বটুকনাথের অভিপ্রায় মত সে উঠে এসেছে অভিজাত অঞ্চলের আইভি ম্যানসন্-এর সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে। জয়ন্ত ও মীরার মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝির পালা তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু জয়ন্তর মনের সংশয় দূর না হলেও মীরা মনে-প্রাণে জানে সে একমাত্র জয়ন্তকেই ভালবাসে।

সুরশ্রীতে মীরার নৃত্যের পঞ্চাশৎ রজনীর উৎসব আজ সমাগত। মীরা এলো অঞ্জনার বাড়ীতে তার আশীর্বাদ নিতে। মীরার প্রতি অঞ্জনার স্নেহ কত গভীর—বটুকনাথ বোধকরি এতদিনে তা উপলব্ধি করতে পারলো।

মীরা এসে অঞ্জনার কোন আপত্তি না শুনে, তার বিছানার উপর সাজানো অলঙ্কার ও সজ্জাভূষণের স্তুপের মধ্যে আসল নূপুর জোড়া দেখতে পেয়ে এক নিমেষে তা হস্তগত করে ছুটে বেরিয়ে গেল। এত আচম্বিতে ঘটনাটি ঘটলো যে অঞ্জনা বাধা দেবার মতও ফুর্সৎ পেলো না। অভিশপ্ত নূপুর চলে গেল মীরার সংগে। সেই নূপুর পায়ে সে অবতীর্ণ হবে পঞ্চাশৎ রজনীর নৃত্য-অনুষ্ঠানে।

ঐ নূপুর ফিরিয়ে আনতে হবে যে কোন উপায়েই হোক। দুশ্চিন্তায় অঞ্জনা প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলো। ফোনে খবর দিল অঞ্জনা, তার পূর্বপরিচিত পুলিশ অফিসার মিস্টার সেনকে। স্পষ্ট অভিযোগ জানালো . . . মীরা তার নূপুর চুরি করে নিয়ে গেছে . . .

মিস্টার সেন ছুটলেন সুরশ্রীতে নূপুর চুরির তদন্ত করতে।

কিন্তু মীরাকে সুরশ্রীতে পাওয়া গেল না। জমিদারনন্দন সৌমেনের ষড়যন্ত্রের ফলে সুরশ্রীর এক কর্মচারী মীরাকে তার সাজঘর থেকে সরিয়ে ফেলে নাচের পরেই উধাও হয়ে গেল। কিন্তু দুর্বৃত্ত কর্মচারীটি ধরা পড়ে সত্য কথা স্বীকার করলো। সকলে ছুটে চললো মীরাকে উদ্ধার করতে সৌমেনের বাড়ীতে। . . .

মীরা পড়েছে সৌমেনের কবলে। বুঝিবা শয়তানের হাত থেকে আজ তার মুক্তি নেই। সৌমেনের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে সে আত্মরক্ষায় তৎপর হয়।

কিন্তু তারপর?

কি হলো মীরার? কি হলো সৌমেনের?

জয়ন্ত কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল মীরাকে?

এই প্রশ্ন নিয়েই নূপুরের কাহিনীর শেষাংশ ফুটে উঠেছে রূপালী পর্দায়।

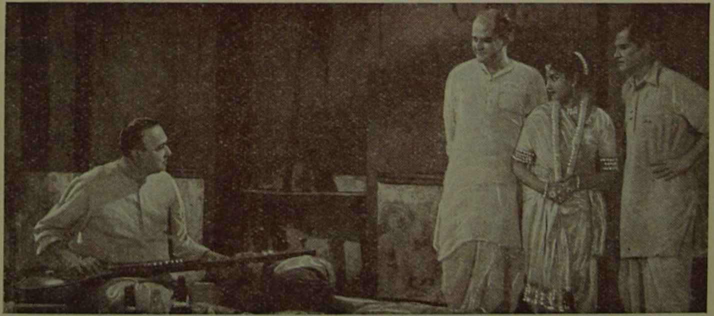

—এক—

আলোছায়া ঝরা
মধুমায়া ভরা
জীবনের চলে যাওয়া দিনগুলি
আজও পিছু ডাকে, ব্যথা ঘিরে রাখে
চুপি চুপি স্মরণের দ্বার খুলি ॥

কত মধু আশা কত ভালবাসা
আজও সুরে সুরে খুঁজে চলে ভাষা
ছিল যা কামনা ছিল যা সাধনা
কেমনে যে তারে হায় যাই ভুলি ॥

খেলা ভেঙে যাওয়া, খেলা ঘরে আমি
একা বসে ভাবি শুধু দিনযামি
পাবনা যা কভু তারি লাগি তবু
মিছে কেন আঁখি জলে ঢেউ তুলি ॥

—দুই—

আমি ধন্য হবো যে মরণে
ফুল বলে মোরে অঞ্জলি কোরো
সুন্দর তব চরণে।

দীপ বলে মোরে জালো
তোমারি আরতি হয়ে দেব আমি আলো
ধূপ বলে মোরে মন্দিরে দিও
দহিতে তোমারি শরণে

প্রেম বলে প্রিয়তম
জীবন দেবতা মম
শেষের মিনতি রেখে
তোমারি দুয়ারে যাবো আলিপনা এঁকে
বিদায়ের বেলা অন্তর ঝরা
রুধিরের রাঙা বরণে ॥

—তিন—

চুপি চুপি শোন
কথা বোলোনা কোন
আমি সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়ে
দেব নতুন দিনের ঘুম ভাঙিয়ে

আমি চির ফাগুন এনে স্বপন দোলায় তারে দোলাব
আর, ঝরে যাওয়া পাতার যত ব্যথা ভোলাবো
যাবো, প্রাণে প্রাণে গানে গানে সাড়া জাগিয়ে ॥

ঝিরি ঝিরি ঝরণার
নূপুরের তালে তালে
বাতাসের বেণুখানি বাজিয়ে
ধরণীরে বধূ বেশে সাজিয়ে

আমি, প্রজাপতির পাখায় পাখায় আলোর রেণু ছড়াবো
আর কুহু কুজন ঘিরে ভালবাসা ছড়াবো।
ফুল, বনে বনে মনে মনে যাবো রাঙিয়ে ॥

—চার—

ঘুমের দোলায় চেপে খোকোন যাবে স্বপনপুরে
মিষ্টি হাওয়া সানাই বাজায় তাইতো মিঠে সুরে
আগে ঝিঁঝিঁ বাজিয়ে ঝাঁঝর পথ করে দেয় তারি
জোনাকীরা পিছনে তার নিয়ে আলোর সারি
প্রজাপতি পুরুতমশাই সঙ্গে চলেন উড়ে।

খোকোনসোনার রূপেতে আজ তিনটি ভুবন আলা
চাঁদের টোপর মাথায় ও তার গলায় তারার মালা
পথের ধারে ফুলপরীদের দেশের যত মেয়ে
পাতার আড়াল থেকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে
বউ কথা কও উলু যে দেয় ডাহুক বাজায় শাঁখ
আসছে খোকোন ডাক চলে যায় অনেক অনেক দূরে ॥

—পাঁচ—

অনেক দিনের অনেক আঘাত স'য়ে
তোমার আমার মধুর পরিচয়
কোথায় তবু কিসের ব্যথা বাজে
বলতে পার কেন এমন হয়?
এইযে দূরে নিবীড় করে পাওয়া
ভালবাসা গভীর হয়ে যাওয়া
ভীরু হৃদয় মিছে যে তাও ভাবে
হয়ত শেষে দুঃখের হবে জয় ॥
মনে কর একলা বসে আছি
আপন মনে গাইছি কোন গান
কখন আমায় নীরব করে দিয়ে
কেঁদে ওঠে এ কোন অভিমান।
নিজেরে আজ তোমার বলে মেনে
তুমি আমার এইতো গেছি জেনে
সহসা তাও কিসের এত জল
নয়ন থেকে অঝোর ধারে বয়।

—ছয়—

আমি হার মেনেছি
তাই কি তুমি
জয়ের মালা পরিয়ে দিলে
আবেশে মন ভরিয়ে দিলে?

ফুলের বুকে দুলিয়ে রেণু
ভ্রমর বাজায় পাখার বেণু যেমন করে
নয়নে মোর তেমনি করে
সোনার স্বপন ঝরিয়ে দিলে ॥
আজকে আমার এই জীবনের পরম লগন
তোমার মাঝে হ'ল মগন।
সাগর জলে আপন ভোলা
চাঁদের আলো দেয়গো দোলা যেমন করে
আশার আলোয় তেমনি করে
আঁধার আমার সরিয়ে দিলে ॥

HNC PRODUCTIONS

এইচ, এন, সি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

ইন্দ্রাণী

শ্রেষ্ঠাংশে : **সুচিত্রা • উত্তম**

চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় :: পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

সুর : নচিকেতা ঘোষ :: কন্ঠ সঙ্গীত : হেমন্ত • গীতা • রফি

পরিবেশনা : চিত্র পরিবেশক প্রা: লি:

। এইচ. এন. সি. প্রোডাকসন্স-এর পক্ষ হইতে বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
। ৬০-৩ ধর্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা ১৩ :: ইনল্যাণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত ।